12376 - ইসলামরে দকিে দাওয়াত

প্রশ্ন

কভিাবে ইসলামরে দাওয়াত দতিে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করছেনে। মানুষকে এ পৃথবিীর বাসন্দিা বানয়িছেনে। তনিি তাদরেকে কোন কছিু ছাড়া ছড়েে দনেনি। বরং তাদরে জন্য প্রয়োজনীয় খাবার-পানীয় ও পোশাক সৃষ্টি করছেনে। যুগে যুগে তাদরে চলার জন্য জীবনাদর্শ নাযলি করছেনে। সর্বকালে ও সর্বস্থানে আল্লাহর নাযলিকৃত আদর্শ অনুসরণ করার মধ্যে ও অন্য সকল আদর্শ বর্জন করার মধ্যে মানবজাতরি কল্যাণ ও সুখ নহিতি রয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজইে তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বভিন্নি পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদরেকে তাঁর পথ থকেে বচ্ছিন্নি করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদরেকে নর্দিশে দলিনে যনে তোমরা তাকওয়ার অধকিারী হও।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৩]

ইসলাম হচ্ছে সর্বশষে আসমানী ধর্ম। কুরআন হচ্ছে- সর্বশষে আসমানী কতিাব। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছনে- সর্বশষে নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে এ ধর্ম সকল মানুষরে কাছে পৌঁছে দয়োর নর্দিশে দয়িছেনে। আল্লাহ বলনে: “এ কুরআন আমার নকিট ওহী করা হয়ছে যনে তোমাদরেকে এবং যার নকিট তা পৌঁছবে তাদরেকে এর দ্বারা সতর্ক করতে পারি।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৯]

আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম দয়িে সকল মানুষরে কাছে প্ররেণ করছেনে। তনিি বলনে: “আপনি বলুন, হে মানুষ! নশ্চিয় আমি তোমাদরে সকলরে প্রতি আল্লাহ্র রাসূল”[সূরা আরাফা, আয়াত: ১৫৮]

ইসলামরে দকিে দাওয়াত দয়ো একটি উত্তম আমল। যহেতেু এই দাওয়াত দানরে মাধ্যমে মানুষ সরল পথরে দশিা পায়। এর মাধ্যমে মানুষকে তার দুনয়িা ও আখরোতে শান্তরি পথ দখোনো হয়।“ঐ ব্যক্তরি চয়েে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দকিে ডাকে, নকে আমল করে। আর বলে অবশ্যই আমি মুসলমিদরে অন্তর্ভুক্ত।”[সূরা ফুস্সলিাত, আয়াত: ৩৩]

ইসলামরে দকিে আহ্বান করা একটি মর্যাদাপূর্ণ মশিন। এটি নবী-রাসূলদরে কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বর্ণনা করছেনে যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মশিন এবং তাঁর অনুসারীদরে মশিন হচ্ছে- আল্লাহর দকিে দাওয়াত দয়ো। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বলুন, এটাই আমার পথ, আমি জনেে-বুঝে মানুষকে আল্লাহর দকিে ডাকি, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করছে তারা। আর আল্লাহ্ কতই না পবত্রি এবং আমি মুশরকিদরে অন্তর্ভুক্ত নই।"[সূরা ইউসূফ, আয়াত: ১০৮]

আমভাবে সকল মুসলমান এবং খাসভাবে আলমেসমাজকে ইসলামরে দাওয়াত দয়োর নর্দিশে দয়ো হয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর তোমাদরে মধ্যে এমন একটি দল যনে থাকে যারা কল্যাণরে দকিে আহ্বান করবে এবং সৎকাজরে নর্দিশে দবেে ও অসৎকাজে নষিধে করব; আর তারাই সফলকাম।"[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "আমার কাছ থকেে একটি আয়াত হলওে পৌঁছয়িে দাও"[সহহি বুখারী (৩৪৬১)]

আল্লাহ্র দকিে দাওয়াত দান একটি মহান মশিন ও গুরু দায়ত্বি। কারণ দাওয়াত মানে- মানুষকে এক আল্লাহ্র ইবাদতরে দকিে ডাকা, তাদরেকে অন্ধকার থকেে আলোর দকিে নয়িে আসা, অনষ্টিরে জায়গায় কল্যাণ বপন করা, বাতলিরে বদলে হক্ককে স্থান করে দয়ো। তাই যনিি দাওয়াত দবিনে তার ইলম, ফকিহ, ধর্য়ৈ, সহনশীলতা, কোমলতা, দয়া, জান-মালরে ত্যাগ, নানা পরবিশে-পরস্থিতিি ও মানুষরে আচার-অভ্যাস সম্পর্কে অবগতি ইত্যাদি গুণ থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আপনি মানুষকে দাওয়াত দনি আপনার রবরে পথে হকিমত ও উত্তম ওয়াযরে মাধ্যমে এবং তাদরে সাথে তর্ক করুন উত্তম পদ্ধতত্িে। নশ্চিয় আপনার রব, তাঁর পথ ছড়েে কে বপিথগামী হয়ছে, সে সম্বন্ধে তনিি বশেী জাননে এবং কারা সৎপথে আছে তাও তনিি ভালভাবইে জাননে।"[সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫]

আল্লাহ তাআলা নম্নিোক্ত বাণীতে তাঁর রাসূলরে উপর অনুগ্রহরে কথা উল্লখে করনে: "আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদরে প্রতি কোমল-হৃদয় হয়ছেলিনে; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচত্তি হতনে তবে তারা আপনার আশপাশ থকেে সরে পড়ত। কাজইে আপনি তাদরেকে ক্ষমা করে দনি এবং তাদরে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদরে সাথে পরামর্শ করুন।"[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

দাঈ বা দাওয়াত দানকারী দাওয়াত দতিে গয়িে তর্করে সম্মুখীন হতে পারনে। বশিষেতঃ আহলে কতিাবদরে (ইহুদী ও খ্রস্টিান) সাথে। যদি তর্করে পর্যায়ে পৌঁছে যায় সক্ষেত্রেে আল্লাহ আমাদরেকে উত্তম পন্থায় তর্ক করার নর্দিশে দয়িছেনে। উত্তম তর্ক হচ্ছে- কোমলতা ও দয়ার মাধ্যম, ইসলামরে বুনয়িাদি দকিগুলো তুলে ধরার মাধ্যম, ঠকি যভোবে নর্মিলভাবে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতরিকেে এ বুনয়িাদগুলো এসছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলনে: "আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কতিাবীদরে সাথে বতির্ক করবে না, তবে তাদরে সাথে করতে পার, যারা তাদরে মধ্যে যুলুম করছে। আর তোমরা বল, আমাদরে প্রতি এবং তোমাদরে প্রতি যা নাযলি হয়ছে, তাতে আমরা ঈমান এনছে। আর আমাদরে ইলাহ্ ও তোমাদরে ইলাহ্ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি মুসলমি (আত্মসমর্পণকারী)।"[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৬]

আল্লাহ্র দকিে দাওয়ার দয়োর রয়ছে মহান মর্যাদা ও অফুরন্ত প্রতদিান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে:

“যে ব্যক্তি কোন হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে এমন প্রতিদান যে প্রতিদান এ হেদায়েতের অনুসরণকারীগণও পাবেন; কিন্তু অনুসারীদের প্রতিদান হতে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে সে ব্যক্তির জন্য রয়েছে এমন গুনাহ যে গুনাহ এ ভ্রষ্টতাতে লিপ্ত ব্যক্তিরা পাবে; কিন্তু অনুসারীদের গুনাহ থেকে বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না”[সহিহ মুসলিম (২৬৭৪)]

বিষয়টি কোন কিছুর ভিত তৈরী হয়ে পূর্ণতা পেতে যেমন পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন তেমনি মানুষের অন্তরগুলো গড়ে তুলতে এবং সেগুলোকে সত্যের পথে নিয়ে আসতে ধৈর্য ও ত্যাগের প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং কাফের, ইহুদী ও মুনাফিকদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করেছেন। তারা তাঁর সাথে উপহাস করেছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, কষ্ট দিয়েছে, পাথর ছুড়ে মেরেছে। তারা বলেছে- তিনি যাদুকর, পাগল। তারা তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলেছে যে, তিনি কবি বা গণক। এসব কিছুর ওপর তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁর ধর্মকে বিজয়ী করেছেন। তাই দাঈর কর্তব্য হচ্ছে- তাঁর অনুসরণ করা। “অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।”[সূরা রূম, আয়াত: ৬০]

তাই মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের রাসূলের অনুসরণ করা। তাঁর আদর্শে পথ চলা। ইসলামের দাওয়াত দেয়া। আল্লাহর রাস্তায় কষ্টের মুখোমুখি হলে ধৈর্য ধারণ করা; যেভাবে তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্য ধারণ করেছেন। “অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহ্‌কে বেশী স্মরণ করে।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

এ দ্বীনের অনুসরণ করা ব্যতীত এ উম্মত সুখী হতে পারবে না, কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা সকল মানুষের কাছে এ ধর্মকে প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন: “এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, আর যাতে এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনিই কেবল এক সত্য ইলাহ্‌ আর যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।”[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৫২]